জাত নেতার প্রতিকৃতি

আজিজুর রহমান

ফজলুল কাদের চৌধুরী জন্মগ্রহণ করেছিলেন একজন রাজনীতিবিদ হিসেবে, রাজনৈতিক নেতা হিসেবে। শুধু চট্টগ্রামে নয়, তৃণমূল পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত তিনি ছিলেন সমাদৃত। উত্তর বঙ্গের মানুষ তাকে কিভাবে এবং কতটা ভালোবাসতো, তা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। তিনি মুসলিম লীগের জন্ম দেন চট্টগ্রামে। তাঁর জনপ্রিয়তা এতই তীব্র ছিল যে, সে সময় পর্দানশীল মুসলিম নারীরা বেড়ার ফাঁক দিয়ে তাঁকেদেখতো।

ফজলুল কাদের চৌধুরীর অবদান হলো গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সরকার গঠন। তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল সাধারণ মানুষের প্রশাসন কায়েম করা। তিনি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে ভালোবাসতেন। তবে মুসলমানরা সে সময় অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর ছিল বলে তিনি অগ্রসর জনগোষ্ঠীতে পরিণত করবার জন্য, তাদের অধিকার আদায়ের জন্য কাজ করেছেন বেশি। তিনি অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট থাকাকালে চট্টগ্রামে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কাজ চূড়ান্ত হয়। অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট থাকাকালে তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ফাইল দেখেন। পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষামন্ত্রী মফিজউদ্দিন চেয়েছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় কুমিল্লায় নিয়ে যেতে। ফজলুল কাদের চৌধুরী তা বাতিল করে চট্টগ্রামেই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিষয়টি চূড়ান্ত করেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ফজলুল কাদের চৌধুরী ছাড়া আর কারো নাম আসতে পারে না।

নেতা হিসেবে ফজলুল কাদের চৌধুরী এই বাংলায় একমাত্র শেখ মুজিবর রহমানের সঙ্গেই তুলনীয় হতে পারেন। ফজলুল কাদের চৌধুরী এবং শেখ মুজিব Born as a leader এবং died as a leader. উভয়ের জন্মই হয়েছে রাজনৈতিক নেতা হিসেবে। মৃত্যুর পরও ফজলুল কাদের চৌধুরীর জনপ্রিয়তা বোঝা গেছে। ১৯৭৩ সালের ১৮ জুলাই যখন তিনি ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন তখন আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের ক্ষমতায়। ষষ্ঠ পৃষ্ঠার ৫ম কঃ

জাত নেতার প্রতিকৃতি

■ ৫ম পৃষ্ঠার পর

তাঁর মৃত্যুর পর সরকারের তরফ থেকে মাইক ব্যবহারের অনুমতি পাওয়া যায় নি। প্রশাসন তার লাশ গ্রহণ করতে চেয়েছিল, কিন্তু আমি কাউকে হাত দিতে দিই নি। তৎকালীন ডিএসপি, ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে আমার প্রবল তর্ক হয়। কিন্তু আমি অনড় ছিলাম যে লাশ আমিই বহন করবো।

বিমানবন্দর থেকে গণি বেকারীর মোড়ের পাহাড়ে তাঁর লাশ আনতে সময় লেগেছে ৪ ঘন্টা। পথে অসংখ্য মানুষ, সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়েছে তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে। প্রবল বৃষ্টির মধ্যেও ছিল মানুষের প্রচণ্ড ভীড়। আমি চেয়েছিলাম তাঁর কবর হোক শহরে, যাতে দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ এসে তাঁর কবর জেয়ারত করতে পারে। তাঁর মৃত্যুর খবর বেতার বা টিভিতে প্রচার করা হয়নি। তা সত্ত্বেও তাঁর জানাযায় বৃষ্টিতে ভিজে যে বিপুল জনতার উপস্থিতি--তা অবিশ্বাস্য। বাঙালি মুসলমানদের প্রতি তাঁর ভালোবাসা ছিল অপরিসীম। তাঁদের উন্নয়নের স্বপ্নে তিনি আজীবন রাজনীতি করেছেন। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগ তাঁকে মনোনয়ন দেয় নি। তিনি স্বতন্ত্রভাবে নির্বাচন করে জয়লাভ করেন। কিন্তু মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারি গ্রুপ গঠন করতে পারছিল না দেখে তিনি মুসলিম লীগে যোগ দিয়ে দলকে পার্লামেন্টারি গ্রুপ গঠনে সহায়তা করেন।

মুসলিম লীগ করতেন বলে তিনি হিন্দুদের ঘৃণা করতেন-একথা ঠিক নয়। তিনি একদিকে মুসলমানদের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন। অপরদিকে অনেক হিন্দু ও হিন্দু পরিবারকে পুনর্বাসিত ও প্রতিষ্ঠিত করেছেন। হিন্দুরাও মন থেকে তাঁকে ঘৃণা করতো না। তবে তৎকালীন রাজনৈতিক বাস্তবতায় বাইরে থেকে হয়তো তারা তাঁর প্রতি ঘৃণার ভাব দেখাতো।

চট্টগ্রামের উন্নয়নের ব্যাপারে তিনি সব সময় ভাবতেন। অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট থাকাকালে প্রায়ই তিনি চট্টগ্রামে দৌড়ে আসতেন, মানুষকে বলতেন আপনাদের দেখতে এসেছি। এতদঞ্চলে শিক্ষার প্রসারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনে তাঁর ভূমিকা অবিস্মরণীয়। তিনি এখানে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ইন্জিনিয়ারিং কলেজ (বিআইটি), পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট ও মেরিন একাডেমী প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৬৮ সালে রেলওয়ের সদর দফতর চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় নিয়ে যাবার সরকারী সিদ্ধান্ত তাঁর বিরোধিতার মুখে স্থগিত হয়ে যায়। ফজলুল কাদের চৌধুরীর রাজনৈতিক জীবনে ব্যর্থতা বলে কিছু নেই। তিনি শুরু করেছিলেন মুসলিম লীগ দিয়ে, আমৃত্যু এই দলেই ছিলেন। আর রাজনীতিতে পশ্চাদপদ মুসলমান তথা আবাল বৃদ্ধা-বণিতার মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা বিস্তার তার রাজনৈতিক জীবনের চরম সাফল্য।

পূর্ব পাকিস্তানের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে এক কথায় তিনি ছিলেন হিরো। এ অঞ্চলের উন্নয়নের প্রসঙ্গ ছাড়া পশ্চিম পাকিস্তানী নেতাদের সঙ্গে তিনি কথাই বলতেন না। পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে বাঙালি মুসলমান ছিল অত্যন্ত সংখ্যালঘু। এ বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের সঙ্গে তাঁর মনোমালিন্য হয়। একারণে পরে তাঁকে আইয়ুব খান সংসদের স্পিকার হিসেবে মনোনয়ন দেন নি। এ ঘটনা থেকে বোঝা যায় পূর্ব পাকিস্তানের অধিকার আদায়ে তিনি কতটা সোচ্চার ছিলেন।

মুসলমানদের সম্মান রক্ষায়ও তাঁর ভূমিকা ছিল অগ্রণী। ১৯৫৬ সালে হযরত মোহাম্মদ (সঃ)-এর ছবি ও বিকৃত বক্তব্য রেখে ভারতের উত্তর প্রদেশের এক লেখক এক বই প্রকাশ করে। এর প্রতিবাদে পূর্ব পাকিস্তানে বিরাট আন্দোলন গড়ে তোলেন ফজলুল কাদের চৌধুরী। এতে আওয়ামী লীগ তথা তৎকালীন সরকার ব্যতীত যে সমন্বয় পরিষদ গঠিত হয়, তিনি ছিলেন তাঁর আহবায়ক সমগ্র প্রদেশে হরতাল আহবান করা হয় সমন্বয় পরিষদের উদ্যোগে, ফজলুল কাদের চৌধুরীর সভাপতিত্বে ঢাকার পল্টনে অনুষ্ঠিত হয় প্রতিবাদ সমাবেশ। তিনি এ বিষয়ে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে বিশেষ মুলতবি প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং সর্বসম্মতিক্রমে তা গৃহীত হয়। এরপরে ভারত সরকার বইটি বাজেয়াপ্ত করেন এবং লেখককে গ্রেফতার করা হয়। ফজলুল কাদের চৌধুরীর জীবন ও রাজনীতি সম্পর্কে কথা বলে শেষ করা যাবে না। ব্যক্তিজীবনে তিনি ছিলেন সৎ। মৃত্যুর সময়ে তার কোনো দেনা ছিল না। মানুষের অপরিসীম ভালোবাসা তাঁর জীবনে একটি বড় পাওয়া। তিনি কখনো কর্মী ছিলেন না, তিনি ছিলেন সবসময় নেতা।